Islami Ain O Bichar
Vol. 17, Issue: 66
April-June 2021

ইসলামের দৃষ্টিতে ভোক্তা-আচরণ

Consumer Behaviour in the Light of Islam

Mehedi Hasan*

ABSTRACT

The Prime objective of this article is to analyze the consumer behaviour in the light of Islam. In writing this descriptive research work, the content analysis method has been adopted. The Quran and Prophetic tradition have been used as the primary source and the exegesis and different relevant books and articles as the secondary one. The findings suggest that in the conventional economics a consumer decides by his own discretion and rational in acquiring a certain property, choosing goods, consuming them, expending, and saving and so on. The most priority of the choice and fulfilment of the demand and the best utility of wealth are reflected in the behaviour of the consumer class. In contrast, in iqtiṣād, the consumer behaviour is controlled and governed by the Islamic principles of consumption. In this regard, Islam pooh-poohs the unlimited desire of the consumer and emphasizes the fulfilment of the necessity most, and, based on it, determines the consumer behaviour.

Keywords: consumer behaviour; Islamic economics; Iqtiṣād; utility; demand.

সারসংক্ষেপ

বক্ষ্যমাণ গবেষণা প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য ইসলামী শরী'আহ্‌র আলোকে ভোক্তা-আচরণ বিশ্লেষণ করা। বর্ণনামূলক এ গবেষণাকর্মটি প্রণয়নে পাঠ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও সহায়ক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে কুরআন, হাদীস এবং সহায়ক উৎস হিসেবে তাফসীর, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বই ও প্রবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রচলিত অর্থনীতিতে ভোক্তা নিজস্ব যুক্তির আলোকে সম্পদ আহরণ, পণ্য পছন্দ, ভোগ, ব্যয়, সঞ্চয় প্রভৃতি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। ভোক্তাশ্রেণির আচরণে পছন্দ ও চাহিদা পূরণের সর্বাধিক প্রাধান্য এবং সম্পদের সর্বোচ্চ উপযোগিতা প্রতিফলিত হয়। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতির অধীনে ভোক্তার আচরণ ইসলামী নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে ইসলাম ভোক্তার সীমাহীন চাহিদাকে বর্জন করে প্রয়োজন পূরণকে সমধিক গুরুত্ব দেয় এবং তদনুযায়ী ভোক্তার আচরণ নির্ধারণ করে।

মূলশব্দ: ভোক্তা আচরণ, ইসলামী অর্থনীতি, উপযোগ, চাহিদা।

* Mehedi Hasan is an Officer on Spacial Duty, Directorate of Secondary & Higher education, Bangladesh, Dhaka, and PhD Researcher in Institute of Bangladesh Studies (IBS), University of Rajshahi. email: mehdihasan692@gmail.com

১. ভূমিকা

ভোক্তা-আচরণ একটি জটিল বিষয়, যা ভোক্তার জীবন-যাপন পদ্ধতি, মানসিকতা, নীতিবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদি উপাদান দ্বারা নির্ধারিত হয় (Khan 2008, 109)। প্রচলিত অর্থনীতিতে ভোক্তা-আচরণ তত্ত্বের মৌলিক নীতি হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভোক্তারা অবাধ ও স্বাধীন। প্রত্যেক ভোক্তা তার স্বকীয়তা ও যুক্তিশীলতার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় এবং যুক্তিশীল আচরণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত দ্রব্য ও সেবার পছন্দক্রম নির্ধারণ করে। ফলে নৈতিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার মানদণ্ড উপেক্ষা করে হলেও ভোক্তাশ্রেণি সর্বদা ভোগের ক্ষেত্রে নিজের উপযোগ বৃদ্ধির সর্বোচ্চ চেষ্টা করে (Chapra 2011, 38)। অর্থাৎ ব্যয় হ্রাস করে সীমিত বাজেটের মাধ্যমে উপযোগ সর্বোচ্চ করার চেষ্টা করা হয়। অর্থনীতিবিদ জেরেমি বেন্থাম-এর উপযোগতত্ত্ব অনুসারে, 'যারা উপযোগিতা বৃদ্ধির সর্বাত্মক চেষ্টা করে তারা ভালো মানুষ এবং ভালো সমাজ হচ্ছে তাই যা তার সামগ্রিক উপযোগ বৃদ্ধির চেষ্টায় নিয়োজিত (Miller 1967,230-31)।' মানুষের একমাত্র সামাজিক দায়িত্ব হচ্ছে মুনাফা বৃদ্ধির জন্য কাজ করা (Fridman1962, 133)। উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, প্রচলিত অর্থনীতিতে মূল্যবোধের জায়গাটি উপেক্ষিত, সেখানে শুধু উপযোগ বৃদ্ধি করাই মূল লক্ষ্য। অর্থাৎ প্রচলিত অর্থনীতিতে ভোক্তা সীমিত বাজেটের মধ্যে তার উপযোগ সর্বোচ্চ করার চেষ্টা করে।

যেহেতু নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা এবং পরকালে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি পুঁজিবাদী দর্শনের ভিত্তি নয়, সেহেতু পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সমাজে ভোক্তাশ্রেণি তাদের চাহিদাকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়। এই চাহিদা পূরণকল্পে তারা নৈতিকতা বিবর্জিত নানা কৌশলে উপার্জন বৃদ্ধির চেষ্টা করে (Rahman 2005, 45)। পুঁজিবাদী দর্শনের ফলে একদিকে ধনিক শ্রেণি সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে, অপরদিকে দরিদ্র জনগোষ্ঠী দরিদ্রতার চরম সীমায় নিমজ্জিত হয়। ফলে সমাজে ধনী-গরীবের মাঝে শ্রেণিবৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় অর্থনৈতিক ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পুঁজিবাদের বিকল্প হিসেবে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা চালু হলেও তা বাস্তবক্ষেত্রে বৈষম্য সামান্যই দূর করতে পেরেছে (Usmanī 2011, 30)। যার ফলে ভারসাম্যপূর্ণ কল্যাণমূলক অর্থব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবকল্যাণ নিশ্চিত করা। অসীম সম্পদ আহরণ কিংবা সর্বনিম্ন দারিদ্রিক প্রান্তিকতার তত্ত্ব ইসলামী অর্থনীতিতে গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বক্ষেত্রে ভারসাম্য আনয়ন ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে উপার্জন, ভোগ, ব্যয় ও সঞ্চয়ের ব্যাপারে ভোক্তার আচরণগত বৈশিষ্ট্য ইসলামী অর্থনীতিতে স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকে এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা, যা পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইসলামে ভোক্তার আচরণ ইসলামী যুক্তি দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। এ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে মূলত জাতীয় ও সামগ্রিক স্বার্থ বিবেচনা করে (Faruki 2013, 21)। ইসলামী ভোক্তা তার ভোগ-আচরণ তথা পরিমিত ভোগ, বিলাসিতা পরিহার, মিতব্যয়িতা, মধ্যমপন্থা অবলম্বন ইত্যাদি মূল্যবোধের মাধ্যমে সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করে। পরিমিত ভোগ ও নিয়ন্ত্রিত ব্যয়ের কারণে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে যেন নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে সে জন্য ইসলাম সম্পদের ন্যায়সঙ্গত সুষ্ঠু বণ্টনের নির্দেশনাও দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে একশ্রেণির ভোক্তার ইসলামী মূল্যবোধবিবর্জিত অতিরিক্ত ভোগলিপ্সা, সীমাহীন বিলাসিতা, অযাচিত ব্যয় ও সঞ্চয়ের দুর্নিবার মনোবাসনা অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। এমতাবস্থায় পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে ভোক্তা-আচরণ সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করাই এই গবেষণার লক্ষ্য।

ভোগতত্ত্ব ও ভোক্তার আচরণ কাঠামো নিয়ে অনেকেই কাজ করেছেন। প্রচলিত অর্থনীতির পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতিতেও ভোগ ও ভোক্তাতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা হয়েছে। 'Consumer Behaviour model: An Overview' (Jisana 2014) প্রবন্ধে কোন্ কোন্ উপাদান ভোক্তার আচরণকে প্রভাবিত করে এবং কীভাবে প্রভাবিত করে তা দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন মডেল উপস্থাপনের মাধ্যমে ভোক্তার ক্রয়সংক্রান্ত আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে ভোক্তারা তাদের অধিকার নিয়ে কতটা সচেতন অর্থাৎ লিঙ্গভেদে ভোক্তা-সচেতনতার মাত্রা এবং ব্যয়ের সঙ্গে ভোক্তা-সচেতনতা কতটা সম্পর্কযুক্ত তা দেখানো হয়েছে 'Consumer Rights Protection and the Necessity of Awareness: A Bangladesh Perspective' (Mozammel & Zahid 2016) নামক প্রবন্ধে। 'Muslim Consumer Behavior: Emphasis on Ethics from Islamic Perspective' (Mustafar & Borhan 2013) প্রবন্ধে নৈতিকতার পরিচয়, প্রয়োজনের অগ্রাধিকারভিত্তিক ক্রম নির্ধারণ, মাকাসিদ আল শরী'আহ্, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক কল্যাণ, হালাল-হারামের বিধি-বিধান এবং পরিমিতাচার সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

'Consumption and Morality: Principles and Behavioral Framework in Islamic Economics' (Furqani 2017) শিরোনামের একটি প্রবন্ধে সম্পদ

ভোগের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যা, ভোগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ভোগ সংশ্লিষ্ট ইসলামী নৈতিকতা, ভারসাম্য নীতি এবং অগ্রাধিকারের নীতিমালা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। 'Theory of Consumer Behavior: An Islamic Perspective' (Khan 2020) প্রবন্ধে ভোক্তা আচরণের চারটি অনুষঙ্গ যথা পরিমিতাচার, অমিতব্যয়িতা, অপচয় ও অপব্যয় এবং কার্পণ্য সম্পর্কে আল-কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি ভোক্তার ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং সর্বজনীন ভোগাচরণ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। অপর একটি গবেষণা প্রবন্ধ হচ্ছে 'The Disciplinary Status of Islamic Consumer Behaviour' (Adnan, Ghani & Others, 2017), প্রবন্ধটিতে গবেষকগণ শৃঙ্খলিত ভোক্তা আচরণের উৎস, ভোক্তা আচরণ ও বিপণনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ভোক্তা আচরণ সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মূল্যায়নভিত্তিক একটি গবেষণা প্রবন্ধ হচ্ছে 'Treatment of Consumption in Islamic Economics: An Appraisal' (Hasan 2005)। প্রবন্ধটিতে গবেষক ইসলামী অর্থনীতির আলোকে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক ভোগতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়া এতে আয় বিভাজনের উপর নির্ভর করে নির্বাচিত কয়েকটি ব্যষ্টিক মডেল পর্যালোচনা করে সমাজের ধনী ও দরিদ্র শ্রেণির নিসাবের ভিত্তিতে সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং যাকাত ব্যবস্থাপনার প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত সাহিত্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভোগ, ভোক্তাতত্ত্ব এবং ভোক্তা-আচরণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, তাত্ত্বিকভাবে ইসলামের আলোকে ভোক্তার আচরণতত্ত্ব স্পষ্টীকরণের জন্য সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তাই ভোক্তার উপার্জন, ভোগ-ব্যয়, সঞ্চয়, অভাব-প্রয়োজন তথা সামগ্রিকভাবে ভোক্তার সামষ্টিক আচরণ গবেষণার দাবি রাখে। এই গবেষণাকর্মটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী শরী'আহ্র আলোকে ভোক্তা-আচরণ বিশ্লেষণ করা। প্রাথমিক ও সহায়ক তথ্যের উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত এই গবেষণাকর্মটি প্রকৃতিগতভাবে বর্ণনামূলক। গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে গিয়ে ভোক্তার আচরণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, সম্পদ ভোগ, ব্যয় এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় সম্পর্কে ধারণা পেতে পূর্ববর্তী বিভিন্ন সমৃদ্ধ সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। এজন্য কুরআন, হাদীস, তাফসীর, বই, জার্নাল, প্রবন্ধসহ বিভিন্ন মডেল পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২. ভোক্তার পরিচয়

ভোক্তা শব্দটি ইংরেজি 'Consumer' শব্দের বাংলা প্রতিরূপ, যার অর্থ ভোগকারী (Haque 2005, 939)। সাধারণত যারা পণ্য ও সেবা ক্রয় করে তাদেরকে ক্রেতা বলা হয়। আর যারা মূল্য পরিশোধ বা মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতিতে চূড়ান্ত পণ্য বা সেবা ভোগ করে তারাই ভোক্তা। অর্থাৎ ভোক্তা কোনো পণ্য বা সেবার চূড়ান্ত উপযোগ গ্রহণ করবে অথবা নিঃশেষ করবে। বাংলাদেশ সরকারের 'ভোক্তা অধিকার

সংরক্ষণ আইন ২০০৯' অনুযায়ী ভোক্তা হলেন এমন ব্যক্তি, যিনি পুনরায় বিক্রয় করার ও বাণিজ্যিক কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই মূল্য পরিশোধ করেন অথবা মূল্য পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পণ্য বা সেবা ক্রয় করেন; মূল্য আংশিক পরিশোধ করে তার বিনিময়ে কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয় করেন বা দীর্ঘ মেয়াদে বা কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয় করেন বা কোনো সেবা ভাড়া নেন; যিনি ক্রেতার সম্মতিতে ক্রয়কৃত পণ্য বা সেবা ব্যবহার করেন; অথবা যিনি পণ্য ক্রয় করেন এবং জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিকভাবে তা ব্যবহার করেন (Bangladesh Gazzate 2009, 2752)।

৩. ইসলামী ভোক্তার পরিচয়

যেসব ভোক্তা ইসলামী শরী'আহ্‌র নীতিমালা ও বিধি-বিধান অনুযায়ী পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম ভোগ করে তাদেরকে ইসলামী ভোক্তা বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ইসলামী ভোক্তা বলতে সেইসব ভোক্তাদের বোঝায়, যারা ইসলামী শরী'আহ্ কর্তৃক নির্দিষ্ট পণ্য ও পরিষেবা গ্রহণ করে। আবার বলা হয়ে থাকে যে, একজন ইসলামী ভোক্তা প্রকৃতপক্ষে একজন ইসলাম ধর্মভীরু ব্যক্তি অথবা এমন ব্যক্তি, যিনি কঠোরভাবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলেন (Abou-Youssef et al. 2019, 46)। মূলত একজন ইসলামী ভোক্তার আচরণ ও কর্মকাণ্ড কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। ফলে সে অত্যন্ত সচেতনভাবে তার সামগ্রিক আচরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের সর্বাত্মক চেষ্টা করে (Rahman 2005, 40)। তাছাড়া ভোক্তার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে ইসলামী ভোক্তা ও পুঁজিবাদী ভোক্তার কতিপয় স্বতন্ত্র আচরণগত বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। যার মাধ্যমে ইসলামী ভোক্তা ও পুঁজিবাদী ভোক্তার প্রকৃতি ও পরিচিতি পরিস্ফুট হয়। নিম্নে ইসলামী ভোক্তা ও পুঁজিবাদী ভোক্তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো।

৪. ভোক্তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

ইসলামী ভোক্তা সর্বদা ইসলামী শরী'আহ্ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। এ ক্ষেত্রে সে সব সময় পবিত্র ও হালাল খাদ্য গ্রহণে ব্রতী হয়। কেননা আল কুরআনে এসেছে, 'আল্লাহ তোমাদেরকে হালাল ও পবিত্র যা দিয়েছেন তা হতে তোমরা খাও এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাকো (Al-Qurān, 16: 114)।' তাছাড়া ইসলামী ভোক্তা নিজের ভোগ কমিয়ে দিয়ে এবং বিলাসিতা পরিহার করে দুঃখী, অভাবগ্রস্ত ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের ভোগে সহায়তা করবে। ইসলামী ভোক্তা সর্বাবস্থায় আল্লাহর আদেশ পালনের পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শও অনুসরণ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যেই উত্তম অনুপম আদর্শ রয়েছে। এছাড়া ইসলামী ভোক্তা ও পুঁজিবাদী ভোক্তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা। উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে উভয়ের মধ্যকার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যাবলি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হলো (Hamid 2002, 41-42) :

ইসলামী অর্থনৈতিক ভোক্তা	পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ভোক্তা
১. ইসলামী ভোক্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার আচরণ সর্বদা ইসলামী শরী'আহ্ নির্দেশিত যৌক্তিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়।	১. পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ভোক্তার আচরণ সর্বদা অর্থনৈতিক যুক্তিশীলতার দ্বারা পরিচালিত। যা তার নিজ স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত।
২. ইসলামী ভোক্তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে তার মোট ব্যয়কে ইহকালীন ও পরকালীন এ দু'টি ভাগে বিভক্ত করে সম্পদ ব্যয় করে। এখানে ইহকালীন ব্যয় বলতে পার্থিব ব্যয় এবং পারলৌকিক ব্যয় বলতে যাকাত, দান, সাদাকাহ তথা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়কে বোঝায়।	২. পুঁজিবাদী ভোক্তা পারলৌকিক উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করে না; বরং সর্বোচ্চ তৃপ্তির জন্য পার্থিব ভোগই একমাত্র উদ্দেশ্য। কারণ তার বোধ-বিশ্বাসে পরকালীন জীবনে জবাবদিহির কোনো স্থান নেই (Rahman 2005, 42)।
৩. ইসলামী ভোক্তা তার ভোগ সম্পর্কিত আচরণের মাধ্যমে সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে।	৩. প্রচলিত ভোক্তাতার আচরণের মাধ্যমে সর্বদা নিজের উপযোগ বৃদ্ধির চেষ্টা করে।
৪. ইসলামী অর্থনীতিতে ভোক্তার সম্পদ মজুদ করার কোনো সুযোগ নেই। তবে পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা, ভবিষ্যৎ আপৎকালীন সমস্যার সমাধানকল্পে পরিমিত আকারে সঞ্চয় করা যেতে পারে এবং উক্ত সঞ্চিত অর্থ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করাও তার নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।	৪. পক্ষান্তরে একজন পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ভোক্তার ক্ষেত্রে এ ধরনের নৈতিক বাধ্য-বাধকতা পরিলক্ষিত হয় না।
৫. ইসলামী ভোক্তা উপার্জন, ব্যয় ও ভোগের ক্ষেত্রে সর্বদা মধ্যমপন্থা অনুসরণ করে।	৫. পুঁজিবাদী ভোক্তার ক্ষেত্রে এমন কোনো বাধা-নিষেধ আরোপিত হয় না।
৬. ইসলামী ভোক্তা হালাল-হারামের সীমারেখা মেনে চলে এবং সর্বদা হারাম ভোগ থেকে বিরত থাকে।	৬. পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ভোক্তা ইসলামী ভোক্তার ন্যায় হালাল-হারামের কোনো পার্থক্য করে না।

ছক-১: ইসলামী ভোক্তা ও পুঁজিবাদী ভোক্তার বৈশিষ্ট্য

৫. ভোক্তার আচরণ

পণ্যসামগ্রী এবং সেবাকর্ম উপার্জন, ক্রয়, ব্যবহার, ভোগ, ব্যয় এবং সঞ্চয়ের প্রাক্কালে ক্রেতা যেসব কর্মকাণ্ড করে থাকে সেসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল আচরণকে ভোক্তা আচরণ বলা হয়। অর্থাৎ পণ্যসামগ্রী এবং সেবা ক্রয়, ব্যবহার, ভোগ এবং সম্পদ স্থিতির ক্ষেত্রে ক্রেতার সামষ্টিক ক্রিয়াকলাপই ভোক্তা আচরণের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া অর্থনীতিবিদগণ ভোক্তার আচরণের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। Solomon-এর মতে, ভোক্তার আচরণ হচ্ছে "the processes involved when individuals or groups select, purchase, use or dispose of products, services, ideas or experiences to satisfy needs and desires (Solomon 2009, 27)." Schiffman এবং Kanuk মনে করেন, একজন ব্যক্তি তার সময়, অর্থ এবং

প্রচেষ্টার মতো সম্ভাব্য সব সম্পদ ব্যবহার করে তার ভোগের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো পণ্য ক্রয়ে কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয় তা নিয়ে গবেষণাই ভোক্তা আচরণ (Schiffman& Kanuk 2004)। Campbell এর মতে, কোনো পণ্য বা সেবা নির্বাচন, ক্রয়, ব্যবহার, সংরক্ষণ, মেরামত এবং পরিত্যাগের সম্পূর্ণ চক্রকে ভোক্তা আচরণ বলে (Campbell 1995, 225)।

উপর্যুক্ত Solomon, Campbell, Schiffman এবং Kanuk এর সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তারা সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভোক্তার আয়, ব্যয়, ভোগ ও সঞ্চয়কে ভোক্তা আচরণের মৌলিক মানদণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাছাড়া পার্থিব জীবনে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে সম্পদ উপার্জন করতে হয় এবং উপার্জিত সম্পদ ভোগ-ব্যবহার, ব্যয় এবং ভবিষ্যৎ উপযোগের জন্য সঞ্চয়ও করতে হয়। সামাজিক জীব হিসেবে এ বৃহৎ পরিমণ্ডলে মানুষ তার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী দ্বারা পরিবেষ্টিত। ফলে উপার্জিত সম্পদ ভোগ করার পাশাপাশি আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীও অন্যান্যদের অভাব দূরীকরণে সম্পদ ব্যয় হয়ে থাকে। অতএব সামষ্টিকভাবে ভোক্তার আচরণগত পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাই ইসলামী শরী'আহ্ ভোগ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে নানাবিধ বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে যা ভোক্তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে (Khan 2008, 109)।

অর্থনীতিবিদ মনযের কা'ফ তার মডেলে ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণে ভোক্তার ইসলামী মূল্যবোধকেই সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়েছেন (Kahf, 1992, Hamid2002, 54)। তার মতে, ইসলামী ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণে সনাতন হাতিয়ারসমূহ ব্যবহার করা যায়। তবে তিনি ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণে শেষ বিচার দিবস, ইসলামী সাফল্য এবং ইসলামী ধন-সম্পদের উপর পূর্ণ বিশ্বাসকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক ইসলামী ভোক্তাকে মৃত্যু পরবর্তী আখিরাতের জীবনের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। ইহকালীন সকল কর্মকাণ্ডের হিসাব সেদিন দিতে বাধ্য থাকতে হবে। ইহজাগতিক কাজের উপর পরকালে পুরস্কার হিসেবে জান্নাত এবং শাস্তি হিসেবে জাহান্নাম নির্ধারিত হবে। এমন বিশ্বাস ইসলামী ভোক্তার আচরণের উপর দু'ধরনের প্রভাব ফেলে (Kahf, 1992, Hamid 2002, 54):

এক. ভোক্তার পছন্দ অঞ্চলের মধ্যে একটি পছন্দ নিশ্চিত করলেও তা হতে সে বর্তমানের তাৎক্ষণিক ফল এবং পরকালে পরবর্তী ফল প্রত্যাশা করবে।

দুই. ইসলামী ভোক্তা পরকালের সুবিধা বিবেচনা করে আয়লব্ধ সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের চিন্তা করবে। ফলে নিজের জন্য ব্যয়ের পাশাপাশি সমাজের কল্যাণেও ব্যয় করবে। আর ইসলামী সাফল্যের উপর বিশ্বাসের অর্থই হলো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সফলতা (Rahman 2005, 41)।

অর্থাৎ ইসলামী ভোক্তার প্রকৃত সফলতাই হলো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন। সুতরাং বলা যায়, একজন ইসলামী ভোক্তার সামগ্রিক আচরণ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। আর অর্থনীতির দৃষ্টিতে ধন-সম্পদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

কারণ সম্পদ সীমিত, আর চাহিদা অসীম। সীমিত সম্পদের সুদক্ষ ও সর্বোত্তম ব্যবহার করা প্রত্যেক ইসলামী ভোক্তার অন্যতম দায়িত্ব।

বর্ণিত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় যুবাইর হাসান-এর "Treatment of Consumption in Islamic Economics: An Appraisal," প্রবন্ধের আলোকে নিম্নোক্তভাবে ভোগ আচরণ বিশ্লেষণ করা যায় (Hasan, 2005, 35)। এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায়,

Y = সমাজের মোট আয়... (১) এবং এই আয়কে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

Y_U = নিসাব পরিমাণ বা নিসাবের উপরের আয়... (২) [ধনী বা উচ্চশ্রেণির আয়]

Y_L = নিসাব পরিমাণের নিচের আয়...(৩) [দরিদ্র বা নিম্নশ্রেণির আয়]

একইভাবে,

E = মোট ব্যয়... (৪) এবং ব্যয়কেও দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-

E_1 = ব্যক্তির নিজের জন্য ব্যয়

E_2 = আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়

সুতরাং, $E = E_1 + E_2$... (৫)

এখন সমীকরণ (২)-এর আলোকে E_1কে নিম্নের সমীকরণের সাহায্যে দেখানো যায়। যেখানে সমাজের নিসাব পরিমাণ বা নিসাবের উপরের আয় হতে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় বাদ দিলেই ব্যক্তির নিজের জন্য ভোগ নির্ধারিত হবে এবং E_2 নির্ধারিত হবে সমাজের স্থির ব্যয় ও নিসাব পরিমাণ ব্যয়ের উপর।

$$E_1 = Y_U - E_2 \text{.....(৬)}$$

$$E_2 = f(a, Y_U) \text{.....(৭)}$$

[এখানে a হচ্ছে স্থির পরিমাণ ব্যয়]

সমাজের মোট ব্যয় নির্ধারণের জন্য ব্যয়কৃত পণ্য বা সেবার পরিমাণ নির্ধারণের জন্য তাদের সংশ্লিষ্ট দাম দ্বারা গুণ করতে হবে।

সুতরাং সমাজের আর্থিক এককে মোট ব্যয়ের পরিমাণ $= \hat{E} = P_1 E_1 + P_2 E_2$...(8)

এমতাবস্থায় সমাজের মোট উপযোগ (TU) অপেক্ষক,

$$U = f(E_1, E_2) \text{ .....(৯)}$$

চিত্রের সাহায্যে ইসলামী অর্থনীতির সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভোগ-ব্যয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করা হলো।

প্রচলিত অর্থনীতিতে অনুসৃত কেইনসের মডেল অনুসারে,

$$C = a_o + a_1 Y$$

এখানে,

C = ভোগ/ব্যয়

a_o = স্বয়ম্ভূত ভোগ

a_1 = প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC)

কিন্তু ইসলামী অর্থনীতির বিধি-বিধান অনুযায়ী ভোগ অপেক্ষক হবে-

$$C^* = A_0 + A_U Y_U \qquad [C^* \text{ হলো ইসলামী ভোগ অপেক্ষক}]$$

A_0= ইসলামী ভোগ অপেক্ষকের সয়ম্ভূত ব্যয়, যেখানে a_o এর সঙ্গে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের একটি অংশ যুক্ত রয়েছে ($A_0 = a_o + E_2$)। আর A_U হলো প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা যা নিসাব পরিমাণ আয় Y_U-এর ব্যয়ের আনুপাতিক হার। নিম্নে চিত্র ১ এর মাধ্যমে ইসলামী ভোগ অপেক্ষক ব্যাখ্যা করা হলো।

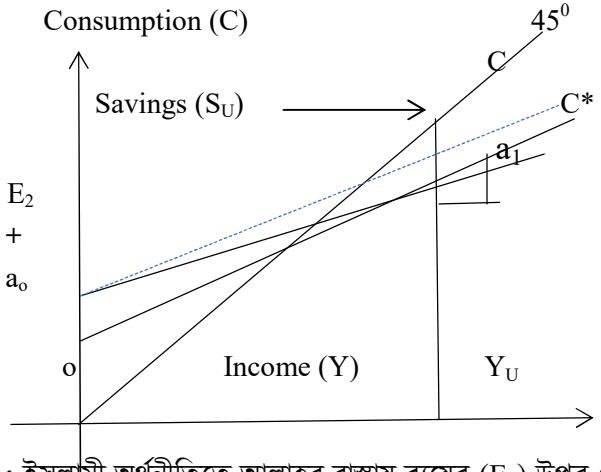

চিত্র ১: ইসলামী অর্থনীতিতে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের (E_2) উপর ভোগের প্রভাব

চিত্রে C হলো প্রচলিত ভোগ রেখা এবং C* হলো ইসলামী অর্থনীতির ভোগ রেখা। অতএব চিত্রের আলোকে বলা যায় যে, প্রচলিত ভোগ রেখার চেয়ে ইসলামী অর্থনীতি অনুযায়ী নির্ধারিত ভোগ রেখার ঢাল কম হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (MPC) প্রচলিত অর্থব্যবস্থার থেকে কম। যদি ইসলামী অর্থব্যবস্থা মানা না হয় বা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করে শুধু নিজের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি করা হয় তবে ভোগ রেখাটি প্রচলিত ভোগ রেখার সমান্তরালে উপরে স্থানান্তর হবে যা চিত্রে দেখানো আছে। আবার প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তির যা সঞ্চয় হয়, ইসলামী অর্থব্যবস্থা অনুসারে সেই সঞ্চয়ের (S_U) পরিমাণ তার চেয়ে কম হবে। কারণ সঞ্চয়ের একটি অংশ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় হয় (Hasan, 2005, 37-38)। নিম্নে ভোক্তার মৌলিক আচরণ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলো।

৫.১ ভোক্তার উপার্জন সংক্রান্ত আচরণ

সম্পদ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দাহর জন্য অন্যতম অফুরন্ত নিয়ামত। মানবজীবনকে অর্থবহ করে তোলার ক্ষেত্রে সম্পদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। মানুষকে সম্পদ উপার্জন করতে হয়। আর উপার্জন হলো সম্পদ লাভের প্রক্রিয়া। নানাবিধ প্রক্রিয়ায় সম্পদ উপার্জন করা গেলেও উপার্জনের পন্থা মূলত দু'টি, হালাল (বৈধ) এবং হারাম (নিষিদ্ধ)। সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে কোন্ পন্থা অনুসরণীয়, আর কোন্‌টি বর্জনীয় অর্থাৎ উপার্জন সম্পর্কে ভোক্তার আচরণ কেমন

হবে তা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নিয়মবদ্ধ। নিম্নে এ সংক্রান্ত আলোচনায় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলো:

সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণহীনতা ইসলামে স্বীকৃত নয়। ইসলামী শরী'আহ্ হালাল-হারামের নিয়ন্ত্রিত পরিসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। যাবতীয় হারাম পথ ও মাধ্যম বর্জন করে বৈধ উপায়ে রিযিক অন্বেষণ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অতপর যখন সালাত সমাপ্ত হয় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো আর আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো (Al-Qurān, 62: 10)।

আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলার স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবিকা অর্জনের উপায়-উপকরণ তথা আচরণের কথা বলা হয়েছে। তাঁর স্মরণের মাধ্যমে যেসব কাজকর্ম ও উপার্জনের চেষ্টা করা হয় তার সবকিছুই ইবাদতে পরিণত হয়, এটিও এই আয়াতের মাধ্যমে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে (Shahid 2011, 218)।

আল্লাহ তাআলা কেবল ইবাদতের জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সর্বাবস্থায় আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত থাকা অপরিহার্য। বান্দাহর প্রত্যেকটি কাজই ইবাদত হিসেবে পরিগণিত হবে, যদি তা কুরআন-সুন্নাহ এর নীতিমালা অনুযায়ী হয়ে থাকে। আর ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত হচ্ছে হালাল উপার্জন। তাই হালাল উপার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

হে মানবসকল, আল্লাহ তাআলা পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের সেই নির্দেশ দিয়েছেন যা দিয়েছেন রাসূলদের। তিনি বলেছেন, 'হে আমার রাসূলগণ, পবিত্র জিনিস খাও এবং ভালো কাজ করো।' তিনি আরো বলেন, 'হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি, তা হতে আহার করো।' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে বললেন, যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, যার এলোমেলো চুল ধুলায় ধূসরিত সে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে হে আমার প্রতিপালক, হে আমার প্রতিপালক বলে প্রার্থনা করে, অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম এবং হারাম দ্বারাই সে প্রতিপালিত হয়েছে। সুতরাং তার দুআ কিভাবে কবুল করা হতে পারে? (Muslim 2000, 1015)।

কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জন সম্পর্কে জবাবদিহির জন্য আল্লাহ তাআলার সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে হবে এবং তাকে আয়-ব্যয়ের পথ ও পন্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে (Yakubu & Others 2019, 3)। জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত সে বিন্দুমাত্র সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلاَه

কিয়ামত দিবসে বান্দা এক কদমও সামনে অগ্রসর হতে পারবে না যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে, তার জীবন সম্পর্কে যে, তার গোটা জীবন কোন্ কাজে অতিবাহিত করেছে, অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে, কোন্ পথে সম্পদ অর্জন করেছে ও কোন্ কোন্ খাতে তা ব্যয় করেছে এবং তার শক্তি সামর্থ্য কোন্ কোন্ কাজে ব্যয় করেছে (Tirmidhī ND., 2417)।

আল্লাহর নিকট দুআ কবুলের পূর্বশর্ত হচ্ছে হালাল রুজির উপর বহাল থাকা। এর অন্তর্নিহিত রহস্য হচ্ছে হালাল উপার্জন মানুষের নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং অন্যায় আচরণের প্রতি ঘৃণাবোধ তৈরি হয়। ফলে ইবাদতে মনোদৈহিক একাগ্রতা আসে। অথচ সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত তথা ইসলামের মৌলিক ইবাদাতের ক্ষেত্রে মানুষ যতটা যত্নবান, বৈধ পন্থায় উপার্জন ও হালাল খাদ্য ভক্ষণের ক্ষেত্রে ততটা সচেতনতা পরিলক্ষিত হয় না (Uddin 2019, 124)। এগুলোকে নিছক বৈষয়িক কর্মকাণ্ড মনে করে এ ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই উদাসীন। অথচ হালাল পন্থায় উপার্জন করা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু (A-Qurān, 2: 168)।

ইব্ন আব্বাস রা. বলেন, আয়াতটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে পঠিত হলে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ তাআলা আমার প্রার্থনা কবুল করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-বললেন, হে সা'দ, তুমি যদি পবিত্র ও হালাল খাদ্য আহার করো তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন। অতপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর শপথ করে বললেন, মানুষ তার পেটের ভিতরে যে হারাম গ্রাস নিক্ষেপ করে, তার কুফলস্বরূপ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোনো ইবাদত গৃহীত হয় না। আর হারাম খাদ্য ভক্ষণের দ্বারা শরীরের যে মাংসপেশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তা জাহান্নামী (Ibn Kāthīr 2000, 227-228)।

পবিত্র বস্তু আহার করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা হতে আহার করো এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাকো (Al-Qurān, 2: 172)।

কুরআনের নির্দেশনার পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও সঠিক পথ অবলম্বনের মাধ্যমে রিযিক আহরণের নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে,

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ

হে মানবজাতি! আল্লাহকে ভয় করো এবং সুন্দর পন্থায় রিযিক অন্বেষণ করো। কেননা কোনো মানুষই তার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ রিযিক গ্রহণ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, তাতে সে যতই ধীরতা অবলম্বন করুক না কেন। অতএব, আল্লাহকে ভয় করো এবং উত্তম পন্থায় রিযিক অনুসন্ধান করো। আর যা হালাল তা গ্রহণ করো এবং যাবতীয় হারাম পরিহার করো (Ibn Mājāh ND. 2144)।

উপর্যুক্ত আয়াত এবং রাসূলের সুন্নাহর মাধ্যমে মানবজাতিকে বৈধ উপায়ে উপার্জন ও হালাল বস্তুসামগ্রী ভক্ষণ এবং হারাম বস্তুসমূহ পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হালাল খাদ্য ভক্ষণের ফলে সততা, মানবিকতা ও সচ্চরিত্রতার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়, ইবাদতে একনিষ্ঠতা ও অধিক মনোযোগ আসে এবং দুআ কবুল হয়।

হালাল-হারামের নীতিমালা মেনে চলার ক্ষেত্রে একজন ইসলামী ভোক্তার আচরণে অত্যন্ত সতর্কতা প্রতিভাত হয় এবং হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জন ও তা ভোগ করা থেকে বিরত থাকে। কেননা হারাম খাদ্য গ্রহণ করলে বদ অভ্যাস, অনৈতিকতা ও চরিত্রহীনতা তথা মানব আচরণের উপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়। ইবাদতে আগ্রহ কমে আসে এবং হারাম খাদ্য গ্রহণকারীর দু'আ কবুল হয় না (Uddin 2019, 125)। ফলে নৈতিক উৎকর্ষ বাধাগ্রস্ত হয়। যা প্রকৃত মু'মিন হওয়ার পথকে বাধাগ্রস্ত করে প্রতি পদে পদে। তাই ইসলামী ভোক্তার উচিত উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন আদর্শ ইসলামী ভোক্তার মূর্ত প্রতীক। তাঁর আদর্শ অনুসরণে সাহাবীরাও আদর্শ ইসলামী ভোক্তায় পরিণত হয়েছিলেন। ভোগের ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। যেমন- আবু বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর খাবারের সহায়তা ও পরিবেশন করার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে একজন খাদেম নিযুক্ত ছিলো। খলীফার অভ্যাস ছিলো খাবার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়ে তারপর খাবার খাওয়া (Rahman 2005, 39)। একবার তিনি খাওয়ার আগে খাদেমকে খাবারের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলেন। খাওয়ার শেষ পর্যায়ে তিনি খাদেমকে খাদ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে খাদেম জবাবে বলল যে, আজকের খাবারে উৎকৃষ্ট মানের মধু ও দুধ রয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সে কাফের থাকাবস্থায় তার কুফুরী কালের যাদুমন্ত্রের দ্বারা উপকৃত একটি গোত্র উপঢৌকনস্বরূপ তাকে এ খাবারগুলো দিয়েছে। এ কথা শুনে খলীফা রাগান্বিত হয়ে বললেন, তুমি তো আমাকে বরবাদ করে দিয়েছো। তারপর তিনি নিজ আঙ্গুল গলার মধ্যে দিয়ে বমি করার চেষ্টা করলেন এবং এক পর্যায়ে গলা থেকে রক্ত বের করে ফেললেন (Rahman 2005, 39)। কেননা হারাম খাদ্য ভক্ষণের ফলে শরীরে যে রক্ত মাংস তৈরী হয় তা

জাহান্নামের খোরাক। তাই খলীফা এমনটি করেছিলেন। আর এটিই ছিলো একজন আদর্শ ইসলামী ভোক্তার ভোগ আচরণ।

৫.২ ভোক্তার ক্রয়সংক্রান্ত আচরণ

প্রচলিত অর্থনীতিতে ভোক্তার পণ্য ক্রয়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চাহিদা পূরণ এবং পণ্যের সর্বোচ্চ উপযোগিতার মাধ্যমে তৃপ্তি সর্বোচ্চকরণ। সাধারণত ক্রেতা পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কয়েকটি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। ক্রেতা যেহেতু তার সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে পণ্য ক্রয় করে। তাই ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রথমেই সে পণ্যের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করে। এরপর প্রয়োজন পূরণে উক্ত পণ্যের সহজলভ্যতা ও সহজপ্রাপ্যতা অনুসন্ধান করে। বিভিন্ন উৎস হতে আহরিত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ণের মাধ্যমে অনুধাবনের চেষ্টা করে যে, কোনো পণ্যটি তার জন্য যথোপযুক্ত হবে। মূল্যায়নের পর ক্রেতা তার কাঙ্ক্ষিত পণ্যটি কোনো স্থান হতে কত মূল্যে ক্রয় করবে সে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে। আর সর্বশেষে পণ্য ক্রয় করার পর তার প্রত্যাশা অনুযায়ী ক্রয়কৃত পণ্য থেকে কতটা উপযোগিতা পেয়েছে তার তুলনা করে। আর এ তুলনার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ক্রেতার সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি নির্ধারিত হয়।

কিন্তু ইসলামী ভোক্তার পণ্য ক্রয়ের পছন্দক্রম নির্ধারিত হয় ইসলামী শরী'আহ্ নিয়ন্ত্রিত পন্থায়। ইসলামী ভোক্তা চাহিদার ভিত্তিতে নয় বরং প্রয়োজনের ক্রমানুসারে পণ্য ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। ভোক্তা তার অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন পূরণে বৈধ, পবিত্র, উপকারী এবং স্বাস্থ্যসম্মত ভোগ্যপণ্যটি তার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থেকে ক্রয় করতে চেষ্টা করে (Islam 2018, 16)। এ ক্ষেত্রে একজন ইসলামী ভোক্তা পণ্যমূল্যের বিষয়টি বিবেচনায় রাখে। কেননা ইসলাম মূল্যভিত্তিক ক্রয় আচরণকে উৎসাহিত করে এবং যা হারাম ও ক্ষতির কারণ হতে পারে তার ক্রয় নিষিদ্ধ করে শুধু হালাল বস্তু গ্রহণের নির্দেশ দেয় (Wani 2013,154)। আল কুরআনে হালাল জিনিস গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে,

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু (Al-Qurān, 2: 168)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ

আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তা হতে হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী (Al-Qurān, 5: 88)।

উক্ত আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ভোক্তাদেরকে যাবতীয় হারাম বস্তু পরিহার করে শুধুমাত্র হালাল ও পবিত্র বস্তু গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। যা প্রত্যক্ষভাবে হালাল পণ্যসামগ্রী ক্রয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশ। হালাল বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে একদিকে যেমন ভোক্তার অধিকার সংরক্ষিত হয় তেমনি হালাল উপায়ে জীবিকা নির্বাহের কারণে

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। সুতরাং ইসলামী ভোক্তার ক্রয় আচরণে হারাম বস্তু ক্রয় করা কিংবা হারাম দ্বারা জীবন যাপন করা মোটেও সমীচীন নয়।

তাছাড়া ব্যবসায়িক লেনদেনে সত্যবাদিতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রয়-বিক্রয়ের প্রাক্কালে পণ্যের গুণাগুণ সংক্রান্ত তথ্যের সত্যতা প্রকাশ করা অতীব জরুরী। আর সঠিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জিত হয়। কেননা ক্রয়ের পূর্বে পণ্যের গুণাগুণ সম্বলিত তথ্যাদি জানা থাকলে ভোক্তারা খুব সহজেই ক্রয়ের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তাই ইসলাম ভোক্তাদেরকে অন্যান্য অধিকারের ন্যায় পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে জানার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। আর ইসলামের নৈতিক শিক্ষা হলো পণ্য বিক্রয়ের সময় বিক্রেতা পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য ভোক্তার নিকট বর্ণনা করবে। কেননা সঠিক তথ্য বা সংবাদ হচ্ছে জ্ঞানের উৎস। তাই কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপণীত হওয়ার আগে এর সত্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতারা মিথ্যা তথ্য কিংবা সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে পণ্যের গুণাগুণ বর্ণনা করতে পারবে না। ইসলামে সত্য মিথ্যার সংমিশ্রণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে আল কুরআনে এসেছে,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না (Al-Qurān, 2: 42)।

এই আয়াতের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণকে দূষণীয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ- বলেছেন,

مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتٍ مِنَ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تَلْعَنُهُ

যে ব্যক্তি কোনো ত্রুটিযুক্ত জিনিস বিক্রয় করলো, অথচ ক্রেতাকে তা অবগত করলো না, সে সর্বদা আল্লাহর ক্ষোভে পতিত থাকে এবং ফেরেশতারা সব সময় তাকে অভিসম্পাত করতে থাকে (Ibn Mājāh ND. 2247)।

পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভোক্তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত বাতিলের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ভোক্তা কোনো জিনিস ক্রয় করার পর প্রয়োজনবোধে উক্ত ক্রয়কৃত পণ্যটি ফেরত দিতে পারে। ইসলাম প্রত্যেক ভোক্তাকে এ অধিকার প্রদান করেছে। ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বহাল রাখা কিংবা চুক্তি বাতিল করার এ অধিকারকে আরবীতে 'খিয়ার' বলা হয়। ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের কেউ যেন প্রতারণার শিকার না হয় সেজন্য ইসলাম এই খিয়ারের বিধান রেখেছে (Islam 2018, 81)। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ রয়েছে ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার, যতক্ষণ না তাদের একজন অপরজন হতে পৃথক হয়ে যায়। তারা যদি উভয়ে সততা অবলম্বন করে এবং পণ্যের দোষ-গুণ যথাযথভাবে বর্ণনা করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত

দেওয়া হবে। আর যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে তবে উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত মুছে দেওয়া হবে (Al-Bukhārī 2002, 2110)।

ইসলামে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কল্যাণ বিবেচনা করেই মূলত খিয়ারের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। কেননা উক্ত হাদীসের মাধ্যমে বিক্রেতাকে প্রতারণার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। কারণ বিক্রেতাকে যখন এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে যে, পণ্য ক্রয়ের পর কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সেই পণ্য ফেরত দেওয়া হবে। তাহলে বিক্রেতাও প্রতারণা করার সাহস পাবে না (Islam 2018, 83)। তাছাড়া ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় ক্রেতা-বিক্রেতার অনিচ্ছাকৃত ভুলভ্রান্তি হয়ে যায়। ফলে এসব ভুলভ্রান্তির কারণে কেউ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য ইসলাম পণ্য ফেরত দেওয়ার অধিকার প্রদান করেছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ

ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে মতবিরোধ হলে বিক্রেতার কথাই অগ্রগণ্য হবে এবং ক্রেতার জন্য ক্রয় ভঙ্গ করার অবকাশ থাকবে (Tirmidhī ND., 1270)।

উপর্যুক্ত হাদীসে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে খিয়ারের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের বিধান সর্বদা মানব কল্যাণকামী। ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রমে ভোক্তার আচরণ যেমন সহনশীল হবে, তেমনি বিক্রেতার উচিত সততা অবলম্বনের মাধ্যমে পণ্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা। পরিশেষে বলা যায় যে, ক্রয়-বিক্রয়ে ভোক্তার ক্রয়সংক্রান্ত আচরণের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এখানে বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতায় স্বল্প পরিসরে আলোচনা উপস্থাপিত হলো।

৫.৩ ভোগসংক্রান্ত আচরণ

মানুষের যত রকমের আচরণ রয়েছে তার মধ্যে ভোগসংক্রান্ত আচরণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ অর্থে কোনো দ্রব্যের উপযোগিতা নিঃশেষ হওয়াকে ভোগ বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ ভোগ বলতে খাদ্যদ্রব্য, পানীয়, পোশাক, আসবাবপত্র, টাকা পয়সা ইত্যাদির ব্যবহার, ব্যয় ও বিনিয়োগকে বোঝানো হয়। ইসলামী অর্থনীতিতে জীবনধারণের জন্য এসব সম্পদ আহরণ ও ভোগের অনুমতি থাকলেও তা সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতিতে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে। একজন ভোক্তা খাদ্যদ্রব্য ও সেবা ভোগের ক্ষেত্রে সর্বদা হালাল দ্রব্য ও হালাল পন্থা অবলম্বন করবে এবং হারাম দ্রব্য ও সেবা বর্জন করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করবে। কারণ অনিষ্টকর, অপবিত্রতা, অমিতব্যয়িতা, অমিতাচারিতা, ও অনিয়ন্ত্রিত বিলাসিতা সবকিছুই ইসলামী ভোগনীতিতে পরিত্যাজ্য।

ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে ভোক্তার আচরণ হবে সহজ, সরল ও বিনীত। এতে কোনো ঔদ্ধত্য, জাঁকজমক ও আড়ম্বর অথবা নৈতিক শৈথিল্য প্রতিফলিত হবে না (Chapra 2011, 199)। সম্পদ ভোগ এবং ব্যয়সহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে অপচয় ও অপব্যয় পরিহার করে মিতব্যয়িতার নীতি গ্রহণ করতে হবে। কারণ অপচয়ের ফলে সম্পদের উপর অপ্রয়োজনীয় চাপ বৃদ্ধি পেয়ে সামষ্টিক চাহিদা পূরণে ব্যক্তিগত এবং

সামাজিক সক্ষমতা হ্রাস পায়। ভোগ-বিলাসে অতিরিক্ত ব্যয় ভোক্তার ব্যক্তিগত স্বার্থবাদী ও ভোগবাদী জীবনধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এতে গরীব ও অসহায়দের অধিকার মারাত্মকভাবে উপেক্ষিত হয়। অপরদিকে মিতব্যয়ী ব্যক্তি লোভ-লালসার মধ্যে নিপতিত হয় না। অতিরিক্ত কোনো কিছু পাওয়ার আসক্তি তাকে মোহাবিষ্ট করতে পারে না। কারণ অধিক সম্পদের মধ্যে প্রকৃত মর্যাদা থাকে না, বরং মানসিকভাবে অল্প চাহিদার মধ্যেই প্রকৃত মহত্ত্ব বিরাজমান। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

অধিক ধন-সম্পদে ঐশ্বর্য নেই। অন্তরের অভাবমুক্তিই প্রকৃত ঐশ্বর্য (Muslim 2000, 2420)।

অপর একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ

সেই ব্যক্তিই সফল হয়েছে, যার ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছে, যাকে পরিমিত রিযিক দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তাতেই পরিতৃপ্ত হওয়ার শক্তি দিয়েছেন (Muslim 2000, 2426)।

ভোক্তার পরিচ্ছন্ন জীবনের আচরণিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অল্পে তুষ্ট থাকা বা পরিমিতিবোধ। অভাবী হওয়া সত্ত্বেও অল্পে তুষ্ট থাকা ব্যক্তি প্রয়োজন পূরণে অপরের নিকট হাত প্রসারিত করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

যারা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও মানুষের নিকট হাত পাতে না এবং যারা অভাবগ্রস্ততার জন্য অন্যের নিকট চেয়ে বেড়ায়, তাদের উভয়কেই আহার করাও (Al-Qurān, 22: 36)।

উদ্ধৃত আয়াতে ভোক্তার পরিমিত আচরণের দর্শন তুলে ধরা হয়েছে। সমাজে মূলত দু'ধরনের অভাবগ্রস্ত মানুষ রয়েছে। এক ধরনের দরিদ্র মানুষ, যারা অন্যের নিকট তাদের অভাবের কথা বলে সাহায্য সহযোগিতা চায়। আর অপর শ্রেণির অভাবী মানুষ, যারা প্রচণ্ড অভাবেও মান-সম্মান রক্ষা ও লজ্জাবশত অপরের নিকট হাত প্রসারিত করে না। বরং তারা পরিমিত সম্পদের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের মাধ্যমেই তুষ্ট থাকার চেষ্টা করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিতুষ্টতার গুরুত্ব বর্ণনা করে আবু হুরায়রা রা.-কে বলেছিলেন,

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ

হে আবু হুরায়রা, তুমি নিজের মধ্যে তাকওয়ার অনুশীলন করো, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইবাদাতকারী হবে, আর অল্পে পরিতুষ্ট হও তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ হবে (Ibn Mājāh ND. 4217)।

ইসলামী জীবনধারায় পরিশীলিত ও মিতাচারী পন্থা অবলম্বন করতে ভোক্তাশ্রেণিকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার বাস্তব জীবনাচরণে সহজ-সরল ও মিতাচারিতার মাধ্যমে একজন আদর্শ ভোক্তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি অত্যন্ত

সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন (Khan 2008, 109)। তাঁর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে সাহাবীগণের আচরণেও স্বল্প ভোগের মানসিকতা ও মিতাচারিতা পরিলক্ষিত হয় এবং তৎকালীন সমাজে এ আচরণগুলো ইসলামী মূল্যবোধে পরিণত হয়েছিলো। ফলে তৎকালীন সমাজ আদর্শ সমাজে পরিণত হয়েছিলো। যেমন- ইমাম আযম আবু হানীফা (রা) ছিলেন একজন বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ী। তিনি কোনো একটি বস্ত্রের ত্রুটি দেখিয়ে কর্মচারীদের বললেন যে, বিক্রয়ের সময় অবশ্যই যেন ক্রেতাকে তা জানানো হয়। অতপর দিনশেষে হিসাবের সময় ত্রুটিযুক্ত কাপড়টি বিক্রয়ের কথা শুনে কর্মচারীদের কাছে জানতে চাইলেন সেই কাপড়টি বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে খুঁতের তথ্য জানানো হয়েছিলো কি-না। জবাবে কর্মচারীগণ নিরুত্তর থাকলে ঐ দিনের সমুদয় অর্থ তিনি দান করে দিয়েছিলেন। কারণ ত্রুটিযুক্ত কাপড়ের যে উচিত মূল্য আদায় করা হয়েছে তা ঐ দিনের মোট আয় থেকে পৃথক করার সুযোগ ছিলো না। বিধায় তিনি এ সন্দেহযুক্ত আয় পারিবারিক কাজে ব্যবহার করে ঈমান ও আমল নষ্ট করতে চাননি। এটিই সত্যিকার আদর্শ ইসলামী ভোক্তার বৈশিষ্ট্য (Rahman 2005, 39)। তাই বলা যায় কল্যাণ ও আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে উক্ত আচরণগুলো প্রত্যেক ভোক্তার মধ্যে সন্নিবেশ ঘটানো উচিত।

ইসলামী শরী'আহ্ বিলাসী আচরণ পরিহারের নির্দেশ দিয়েছে এবং যেসব বস্তুসামগ্রী বিলাসী জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ করে সেগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রাক-ইসলামী যুগে জুয়া খেলা, মদ্যপানের জন্য অর্থব্যয় করা, অহংকার সৃষ্টি করে এমন মূল্যবান পোশাক, বিশেষ করে পুরুষদের জন্য রেশমি পোশাক পরিধান করা, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মাণিক্য তথা মূল্যবান রত্নের দ্বারা নির্মিত তৈজসপত্রসহ নানা ধরনের দামি আসবাবপত্রের ব্যবহার বিলাসী জীবনধারার অন্যতম নিদর্শন ছিলো। বর্তমান যুগেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির কল্যাণে বহুমাত্রিক বৈচিত্র্যময় বিলাসসামগ্রীর উদ্ভব ঘটেছে (Khan 2008, 110)। এসব বিলাসদ্রব্য ব্যবহারে একদিকে যেমন অর্থের অপচয় হয় তেমনি অনেক ক্ষেত্রে গর্ব ও অহংকারের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অথচ অহংকারী, অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। তাই অতিমাত্রায় সৌন্দর্যচর্চা, অতিরিক্ত ভোগ-বিলাস এবং অপ্রয়োজনীয় বিলাস সামগ্রী ব্যবহারের নিমিত্তে অঢেল অর্থ ব্যয় করা ইসলাম সমর্থন করে না। নৈতিকতা এবং মানবিক দিক থেকেও তা গ্রহণযোগ্য নয় বরং এগুলো নিকৃষ্টতম স্বার্থপরতার পরিচায়ক (Faruqi 2013, 32)। তাই একজন ইসলামী ভোক্তা বিলাসী জীবন পরিহার করে পরিশীলিত, পরিমার্জিত ও পরিমিত আচরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবন পরিচালনা করবে, এটিই ইসলামী ভোক্তার অন্যতম আচরণিক বৈশিষ্ট্য। বিলাসী জীবনের ফলে পার্থিব জীবনে যেমন অভাব অনটনের সম্মুখীন হওয়ার আশংকা রয়েছে, তেমনি পরকালীন জীবনেও দুর্বিষহ শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আখিরাতে শাস্তির ভয়াবহতা বর্ণনায় হাদিসে এসেছে,

مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ

যে ব্যক্তি স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে পান করে সে কেবল তার পেটের মধ্যে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করায় (Muslim 2000, 5387)।

স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা দামী কোনো আসবাবপত্র ব্যবহারের মাধ্যমে এক ধরনের বিলাসী জীবনের প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুট হয়। তাই উপর্যুক্ত হাদিসে দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তু হিসেবে স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার না-করার ব্যাপারে নির্দেশনা এসেছে। এক্ষেত্রে ভোক্তার বিলাসী আচরণ পরিহারের ক্ষেত্রে 'হাজর'[১] এর নীতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ 'হাজর' এর নীতি প্রয়োগের দ্বারা ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে ভোক্তার বিলাসী আচরণ নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

ইসলামী অর্থনীতিবিদ আনাস যারকা ভোক্তার ভোগ সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিকতায় আচরণ বিশ্লেষণপূর্বক পার্থিব ভোগের চারটি স্তর নির্দিষ্ট করেছেন (Zarka.1992, N.P, Hamid, 2002, 57)। যথা- জীবন বাঁচানোর স্তর, অত্যাবশ্যকীয় স্তর, স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রবেশদ্বার এবং অপচয়ের সীমানা। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য গরীব-ধনী প্রত্যেককেই ভোগ করতে হয়। জীবন বাঁচানো ছাড়াও সাধারণভাবে জীবন যাপনের জন্য কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন পড়ে। স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রবেশদ্বারে উপনীত হলে একজন ভোক্তা তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর অন্যদের সহযোগিতা করার সক্ষমতা অর্জন করে। আর অপচয়ের সীমা এই যে, ভোক্তার ব্যয়ের পরিমাণ শরী'আহ্ নির্ধারিত সীমারেখার বাইরে চলে গেলে সে অমিতব্যয়ী হিসেবে পরিগণিত হয়। অপব্যয় ও অমিতব্যয়ী আচরণ ইসলামে পরিত্যাজ্য। ভোক্তার অপব্যয়ী আচরণ পরিহারের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

অপব্যয় করো না, নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না (Al-Qurān, 6: 141)।

৫.৪ ব্যয়সংক্রান্ত আচরণ

প্রচলিত অর্থনীতিতে সম্পদ ব্যয়ের নির্দিষ্ট পরিসীমা নেই। ব্যয়ের খাত নির্ধারিত হয় ভোক্তার চাহিদাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। যার কুরআনিক পরিভাষা হচ্ছে 'ইনফাক'। শব্দটি প্রয়োজন পূরণ করার নিমিত্তে বৈধ পথে ব্যয় করা বোঝায়। সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভোক্তার কাঙ্ক্ষিত আচরণ হলো উপার্জিত সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে একজন ভোক্তা সবসময় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতাও করবে না এবং অমিতব্যয়ী আচরণও করবে না। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় কঠোর সংযম কিংবা এর বিপরীতক্রমে লাগামহীন পরিমার্জনার কোনো স্থান নেই (Hamid 2002, 40)। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা ইসলামী ভোক্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

১. বিশেষ কারণে কারো সম্পদ ব্যবহার ও লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করাকে 'হাজর' বলা হয় (Sābik ND, 3/278)।

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

মুমিন হলো তারা, যারা ব্যয়ের সময় অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না, বরং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে (Al-Qurān, 25:67)।

উপর্যুক্ত আয়াতের মাধ্যমে সম্পদ ব্যয়ের নীতিমালা ও মুমিনের আচরণগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। সম্পদ ব্যবহার ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে মুমিন ব্যক্তির আচরণিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অপব্যয় কিংবা কৃপণতা উভয় প্রান্তিকতাই পরিহার করে মাঝামাঝিতে অবস্থান করা। আল্লাহ তাআলা মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনে এসেছে,

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

আর অবজ্ঞা করে মানুষের নিকট হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কোনো দাম্ভিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। আর হাঁটা-চলায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো এবং তোমাদের কণ্ঠস্বরকে নীচু করো। নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সবচেয়ে অপ্রীতিকর (Al-Qurān, 31: 18-19)।

উদ্ধৃত আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দাম্ভিকতা ও অহমিকা পরিহার করে জীবনের সর্বাবস্থায় পরিমার্জিত ও পরিশীলিত আচরণ করার মাধ্যমে একজন ইসলামী ভোক্তার উত্তম আচরণগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। আর উত্তম আচরণের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الْهَدْيَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالاقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

চলা, উত্তম আচরণ এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা নবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ (Abū Daūd 1999, 4776)।

ইসলামে ভোগ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে অহেতুক অপচয় ও কৃপণতা পরিহার করে উভয়ের মাঝামাঝি মধ্যমপন্থা অবলম্বনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা এসেছে। এতে ভোক্তার যেমন সম্পদের অভাব হয় না, তেমনি কৃপণতার কারণে সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ার আশঙ্কাও থাকে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

তুমি একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না আবার মুক্তহস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে (Al-Qurān, 17: 29)।

ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মধ্যমপন্থা, মিতাচার, সংযমশীলতা, সরলতা ও সহজীকরণ (Rahman 2018, 163)। মধ্যমপন্থা অবলম্বন মানবজীবনে শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য রক্ষাকারী একটি উত্তম আচরণ। আর সচ্ছল এবং দরিদ্র উভয় অবস্থায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তম বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হিসেবে অভিহিত করেছেন। মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারীকে দরিদ্রতা আচ্ছন্ন করতে পারে না। ব্যয় করার ক্ষেত্রে সকল ধরনের প্রান্তিকতা পরিহার করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা

হলে আর্থিক সচ্ছলতা নিশ্চিত হয়। তাই ইসলামী ভোক্তার সকল কাজে মধ্যম পন্থার নীতি গ্রহণ করা উচিত।

ইসলামী শরী'আহ্ ভোক্তার সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ সীমার মধ্যে সব ধরনের উন্নতিবাচক দ্রব্য ও সেবা অন্তর্ভুক্ত (Hamid 2002, 40)। যদি কোনো ভোক্তা সীমারেখা অতিক্রম করে সম্পদ ব্যয় করে তাহলে সে অমিতব্যয়ী হিসেবে পরিগণিত হবে এবং এজন্য তাকে আল্লাহ তাআলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে। কুরআনে এসেছে,

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًاإِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

তোমরা নিকট আত্মীয়কে তার হক প্রদান করো এবং মিসকীন এবং পথিককেও তাদের হক দিয়ে দাও। আর অপব্যয় করো না, কারণ অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই, নিশ্চয়ই শয়তান স্বীয় রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ (Al-Qurān, 17: 26-27)।

সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম অপচয় ও অপব্যয়ের ক্ষেত্রে নৈতিক শিক্ষা দিয়েই থেমে থাকেনি বরং অপচয় ও অপব্যয় রোধে যথাযথ নীতিমালাও প্রণয়ন করেছে।

প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় অভাব পূরণার্থে সমস্যা নির্বাচন ও সম্পদ ব্যয়ের অগ্রাধিকার নির্ধারণের ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে। কিন্তু তাতে ধর্ম ও নৈতিকতার বালাই নেই। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দু'টি ভাগে সম্পদ ব্যয়ের ক্রম নির্ধারিত হয়। একটি হলো পার্থিব ব্যয় এবং অন্যটি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়। পার্থিব ব্যয় বলতে ভোক্তা নিজের জন্য এবং তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজন পূরণের জন্য যে ব্যয় করে তাকে বোঝানো হয়েছে। আর আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় বলতে, ভোক্তাশ্রেণি পার্থিব কোনো সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রত্যাশা ছাড়াই শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা বোঝায়। আল-কুরআনে এসেছে,

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত ইয়াতীম ও বন্দিদেরকে আহার্য দান করে। তারা বলে যে, আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না (Al-Qurān, 76: 8-9)।

এক্ষেত্রে একজন ইসলামী ভোক্তা নিজের প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং গরীব অসহায়দের জন্য সম্পদ ব্যয় করে। কারণ ধনীদের সম্পদে আল্লাহ তাআলা গরীব অসহায়দের হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাছাড়া ইসলামী ভোক্তা আল্লাহর রাস্তায় দান-সাদাকাহ ও যাকাত প্রদানের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

তাদের ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত বঞ্চিত ও সাহায্যপ্রার্থীদের সুনির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে (Al-Qurān,51:19)।

প্রচলিত অর্থনৈতিক তত্ত্বে একজন ভোক্তাকে নির্দিষ্ট পছন্দ অঞ্চলের মধ্যেই দ্রব্য বাছাইয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু ইসলামী ভোক্তাকে এই সমস্যার আগেই আরো কতকগুলো সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। যেমন- তাকে সর্বপ্রথম পার্থিব ব্যয় এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় সম্পর্কিত পছন্দক্রম নির্ধারণ করতে হয়। মোট ব্যয়ের কত অংশ নিজের জন্য ভোগ করবে এবং কী পরিমাণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে সে বিষয়ে ভোক্তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় (Khan 1992, Hamid 2002, 48)। নিম্নে পার্থিব ব্যয় ও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো-

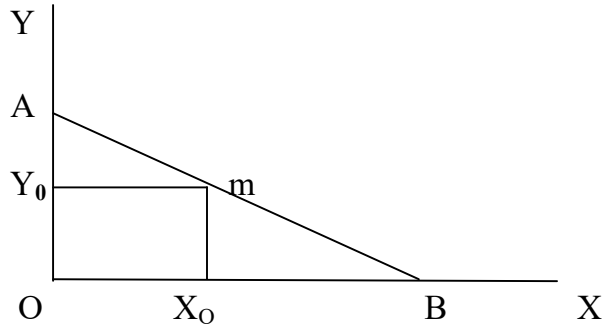

চিত্র-২: আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় এবং পার্থিব ব্যয়

উপরের চিত্র ২-এ ভূমি অক্ষে পার্থিব ব্যয় (X) এবং লম্ব অক্ষে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় (Y) পরিমাপকৃত। আর AB হচ্ছে বাজেট রেখা। ইসলামী শরী'আহর নীতিমালা অনুযায়ী একজন ইসলামী ভোক্তা আয়ের সম্পূর্ণ অংশ (OA পরিমাণ) আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কিংবা সম্পূর্ণ অংশ (OB পরিমাণ) পার্থিব প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারে না। বরং তাকে ভারসাম্য রক্ষা করে উভয় পথেই ব্যয় করতে হয় (Khan 1992, Hamid2002, 49)। যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন, "তুমি একেবারে ব্যয়-কুণ্ঠ হয়ো না এবং মুক্ত-হস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে (Al-Qurān, 17:29)" আয়াতটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতির কথা বলে। তাই চিত্র অনুযায়ী m বিন্দুতে ভোক্তা ভারসাম্যে উপনীত হবে। এ ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের OX_0 পরিমাণ পার্থিব প্রয়োজনে ব্যয় এবং OY_0 অংশ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে। পার্থিব ব্যয় এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের ব্যাপারে কুরআনে এসেছে,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

আল্লাহ তাআলা তোমাকে যা দান করেছেন, তা দ্বারা পরজগত (-এর সাফল্য) অনুসন্ধান করো এবং ইহকাল থেকেও তোমার অংশ ভুলে যেও না (Al-Qurān, 28:77)।

উপর্যুক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পার্থিব ব্যয়ের পাশাপাশি পরকালীন ব্যয়ের নির্দেশনা দিয়েছেন। তাছাড়া দান-সাদাকাহ তথা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করাকে উৎকৃষ্ট কাজ হিসেবে উৎসাহিত করা হয়েছে। দান গ্রহণকারীর তুলনায় দানকারীকে উত্তম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম। উপরের হাত হচ্ছে দানকারী এবং নিচের হাত হচ্ছে দানগ্রহীতা (Al-Bukhārī 2002, 1429)।

হাদীসটিতে নিচের হাত বলতে দান গ্রহীতা এবং উপরের হাত দ্বারা দানকারীকে বোঝানো হয়েছে। হাদিসটির মাধ্যমে দান সাদাকাহ করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। দান সাদাকাহ করলে সম্পদ কমে না বরং বৃদ্ধি পায়। হাদিসে এসেছে,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ

দান-সাদাকাহ করলে সম্পদ কমে না। যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রদর্শন করে, আল্লাহ তার সম্মান বৃদ্ধি করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা উন্নত করেন (Muslim 2000, 6592)।

৫. ৫ সঞ্চয় সংক্রান্ত ইসলামী নির্দেশনা

যাবতীয় পার্থিব ব্যয় নির্বাহের জন্য একজন ভোক্তাকে যেমন সম্পদ উপার্জন করতে হয়, তেমনি ভবিষ্যৎ আপৎকালীন সমস্যা মোকাবেলা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং উত্তরাধিকারীদের নিরাপত্তার জন্য সম্পদের একটি অংশ যুক্তিশীলভাবে সঞ্চয়ও করতে হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করার কথা বলেছেন। তবে সম্পদ মজুদ করে রাখা ইসলাম সমর্থন করে না। কুরআনে এসেছে,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে কঠোর আযাবের সংবাদ শুনিয়ে দিন (Al-Qurān, 9:34)।

মজুদ করার মাধ্যমে অব্যবহৃত সম্পদ অলস পড়ে থাকে এবং বাজারে এর উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়ে মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। সম্পদের আবর্তন বাধাগ্রস্ত হওয়ার ফলে পণ্যের সংকট সৃষ্টি হয়। ফলে সামগ্রিক অর্থব্যবস্থার প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে (Faruqi 2013, 59)।

প্রচলিত অর্থনৈতিক তত্ত্বে একজন ভোক্তা বর্তমানের প্রয়োজন মিটানোর জন্য কতটুকু ব্যয় করবে এবং ভবিষ্যতের জন্য কী পরিমাণ সঞ্চয় করবে তা সুদের হারের উপর নির্ভর করে (Khan 1992, Hamid 2002, 49)। অর্থাৎ সুদের হার যত বেশি হবে মানুষ তত সঞ্চয় করবে। সুদের হার কম হলে সঞ্চয়ও কম হবে। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে সুদ নিষিদ্ধ (Al-Qurān, 2:275)। তাই সুদের হারের কম-বেশি হওয়ার উপর সঞ্চয়ের কমবেশি নির্ভর করে না। বরং ব্যক্তির সঞ্চয় নির্ভর করে কাঙ্ক্ষিত লাভের উপর। এই লাভ করার জন্য তাকে সঞ্চয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করতে হয়। তবে বিনিয়োগের ক্ষেত্র হালাল হারামের বিধান দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইসলামী অর্থনৈতিক কাঠামোতে সঞ্চয়ের সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির একটি নিগূঢ় যোগসূত্র রয়েছে।

৫.৬ অভাব ও প্রয়োজন পূরণে ভোক্তার কাঙ্ক্ষিত আচরণ

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ভোক্তার আচরণতত্ত্ব সম্পর্কে মৌলিক অনুমিতি হলো, ভোক্তাশ্রেণি সীমাহীন অভাবের মধ্যে থাকে এবং প্রায় সকলেই এ অসীম অভাব পূরণের জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালায়। অভাবই ভোক্তার আচরণের প্রেরণা ও শক্তি যোগায় (Rahman 2005, 42)। অভাব অনেকাংশে উপযোগিতার উপর নির্ভর করে। কোনো দ্রব্য বা সেবার উপযোগ থাকলে ভোক্তা তার অভাব অনুভব করে এবং তা অর্জন ও ভোগ করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে।[২]

অভাব ও উপযোগিতার এরূপ অসার ধারণা ইসলামী অর্থনীতিতে স্বীকৃত নয়। ভোক্তার সীমাহীন চাহিদাও ইসলাম অনুমোদন করে না। কেননা ইসলামী ভোক্তা তার অভাব পূরণের চেষ্টা করে না বরং প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা করে (Khan 1992, Hamid 2002, 50)। তাই ইসলামী শরী'য়তে ভোক্তার অসীম চাহিদাকে বর্জন করে 'প্রয়োজন' এর উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী ভোক্তার আচরণ নির্ধারিত হয়েছে (Islam 2018, 18)। ইসলামী অর্থনৈতিক দর্শনে 'অভাব' এর স্থলে 'প্রয়োজন' প্রত্যয়টি গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষের অভাব অসীম হলেও প্রয়োজন সীমিত। কোনো দ্রব্য বা সেবার বৈষয়িক ও আখিরাতের কল্যাণ নিহিত থাকলেই কেবল একজন ইসলামী ভোক্তার নিকট উক্ত দ্রব্য ও সেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তবে ভোক্তার সব প্রয়োজনই সমান গুরুত্ব বহন করে না। কিছু প্রয়োজন তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করা আবশ্যক হয়ে যায় এবং কতিপয় প্রয়োজন ভোক্তার পার্থিব জীবনমানের স্বার্থকতা ও উন্নতির জন্য দরকার হয়। তাই ইমাম শাতিবী প্রয়োজনকে অত্যাবশ্যকীয়, পরিপূরক এবং উন্নতিসূচক এ তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন (Hamid 2002, 44)। ইসলাম ভোক্তার অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন পূরণে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এটা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই নৈতিক দায়িত্ব। আবশ্যিক প্রয়োজন পূরণের পর অবশিষ্ট অর্থ-সম্পদের দ্বারা মানবকল্যাণকে সুদৃঢ় ও বিস্তৃত করার জন্য পরিপূরকগুলোর প্রয়োজন হয়। তারপরও যদি সম্পদ অবশিষ্ট থাকে তা দ্বারা মানবজীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সুশোভিত করতে উন্নতিবাচক উপাদানগুলোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অর্থাৎ সর্বশেষ অবশিষ্ট সম্পদ দ্বারা ভোক্তার জীবন-যাপনের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সম্পদ ব্যবহৃত হতে পারে। এটিই হচ্ছে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একজন ভোক্তার ভোগের যথার্থ আচরণ (Islam 2018, 21)।

ইসলামী অর্থনীতিতে 'উপযোগ' এর বিপরীতে 'মাসলাহা'[৩] প্রত্যয়টি গ্রহণ করা হয়েছে। পৃথিবীতে সকল সম্পদ মাসলাহার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং

২. উপযোগ হচ্ছে কোনো দ্রব্য বা সেবার এমন একটি গুণ যা মানুষের অভাব পূরণে ব্যবহৃত হয় (Hamid 2002, 44)

৩. মাসলাহা আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে মানব কল্যাণ। ব্যাপকার্থে শব্দটি দ্বারা পার্থিব এবং পরকালীণ কল্যাণকে বোঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ মাসলাহা দ্রব্য বা সেবার এমনই একটি গুণ, যা ভোক্তাকে ঐ দ্রব্য অর্জন বা ভোগ করার অনুপ্রেরণা যোগায়। দ্র: এম. এ. হামিদ, *ইসলামী অর্থনীতি: একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, ২য় সং, অনু. ও সম্পা. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান (ঢাকা: দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২), পৃ. ৪৫

মানবকল্যাণেই তা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইসলামী অর্থনীতিবিদ ইমাম শাতিবী মাসলাহার পাঁচটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা- জীবন, সম্পদ, ধর্মবিশ্বাস, বুদ্ধিমত্তা এবং বংশধর (Rahman 2005, 43)। যে বিষয়গুলো মানবজীবনের উপর্যুক্ত উপাদানগুলোর উন্নয়ন সাধিত করে সেসব বিষয়ের মাসলাহা তথা কল্যাণ আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। এই মাসলাহাধর্মী দ্রব্য ও সেবাকর্মই ইসলামী অর্থনীতিতে প্রয়োজন হিসেবে চিহ্নিত (Ibid)। ফাহিম খান তার 'ভোক্তার আচরণতত্ত্ব' মডেলে দেখিয়েছেন যে, ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'উপযোগ' এর চেয়ে 'মাসলাহা' ধারণাটি বেশি কার্যকর (Khan 1992, 175-76)। তবে ব্যক্তিগত মাসলাহা সামাজিক মাসলাহার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। প্রচলিত অর্থনীতিতে কোনো দ্রব্যের উপযোগ তথা পার্থিব কল্যাণ থাকলে ভোক্তারা তার অভাব অনুভব করে। অপরদিকে ইসলামী অর্থনীতিতে দ্রব্যের পার্থিব এবং পারলৌকিক উভয় কল্যাণ থাকলেই কেবল ইসলামী ভোক্তা তার প্রয়োজন অনুভব করে থাকে (Rahman 2005, 43)।

৬. উপসংহার

মূল্য পরিশোধ করে বা মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যারা পণ্য ও সেবা ভোগ করে তারা ভোক্তা হিসেবে সংজ্ঞায়িত। তবে সাধারণ অর্থে যারা পণ্য ও সেবা ভোগ করে তারা সকলেই ভোক্তা। এমনকি মাতৃগর্ভের শিশুটিও একজন সম্মানিত ভোক্তা। সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে ভোক্তার গুরুত্ব ব্যাপক ও বিস্তৃত। শুধু তাই নয়, ভোক্তার আচরণগত বৈশিষ্ট্য অর্থনীতিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। তাই সম্পদ আহরণ, ভোগ, ব্যয় এবং সঞ্চয়ের নিমিত্তে ভোক্তার আচরণিক পরিকাঠামো কেমন হবে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

প্রচলিত অর্থনীতিতে ভোক্তার আচরণ ও কর্মপ্রয়াসে দ্রব্য ও সেবার সর্বাধিক ভোগ ও ব্যবহার প্রতিফলিত হয়। সেখানে সেবা ও দ্রব্যসামগ্রীর সর্বাধিক উপযোগই মূল কথা। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতির মূল দর্শন হচ্ছে মানবকল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় মিতব্যয়ী জীবন। তাই ইসলামী শরী'আহ্ সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে আয়-উপার্জন, ভোগ-ব্যবহার ও ব্যয়-বিনিয়োগকে সুনীতিতে কাঠামোবদ্ধ করেছে। উপার্জনের ক্ষেত্রে নির্ধারণ করে দিয়েছে হালাল হারামের নিয়ন্ত্রিত পরিসীমা। আর ভোগ এবং ব্যয়সহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপচয় ও অপব্যয় পরিত্যাগ করে মিতব্যয়ী হতে ভোক্তাশ্রেণিকে নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম। যেনো ধনী-গরীবের মধ্যে শ্রেণিবৈষম্য হ্রাস পেয়ে আর্থ-সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত হতে পারে। সম্পদ মুষ্টিমেয় কতিপয় শ্রেণির হাতে যেন আবদ্ধ না হয় সেজন্য ইসলাম পরিমিত ভোগ, স্বল্প ব্যয়, বিলাসিতা পরিহার, মধ্যমপন্থা অবলম্বন ও 'মাসলাহার' নীতি প্রণয়ন করেছে। অনুরূপভাবে ইসলামী অর্থনীতি ভোক্তার সীমাহীন চাহিদাকেও সমর্থন করে না বরং প্রয়োজন পূরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে ইসলামী ভোক্তার আচরণিক কাঠামো চিত্রিত করেছে। মূলত ইসলামী ভোক্তার আচরণগত বৈশিষ্ট্যসমূহ ইসলামী মূল্যবোধেরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাই বলা যায়, ইসলামী মূল্যবোধসমূহ ভোক্তার আচরণে প্রতিফলিত হলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ভারসাম্যপূর্ণ, সুসমন্বিত এবং সুশৃঙ্খল হবে।

Bibliography

Al Qurān Āl Kārīm

Al-Tirmidhī, Abū 'Isā Muhammad Ibn Isā. ND. Sunan. Riyadh: Baitul Afkār al- Dawliyya.

Ābū Daūd, Sulaimān Ibn Ash'as.1999.*Sunan*. Riyadh: Dārus sālām.

Āl Bukhārī, Ābu ābdullāh Muhammad Ibn Ismā'īl. 2002. *Sahīh Āl Bukhārī*. Bāirut: Dāru Ibn kāthīr.

Adnan, Ahmed Azrin & Others. 2017. "The Deciplinary Status of Islamic Consumer

Behavior," *International Journal of Asian Social Science, vol. 7, No. 12, AESS Publication*, pp. 949-962. https://www.researchgate.net/publication/322597181, accessed on 22 January 2021.

Baboharik Bangla Ovidhan. 2005. Muhammad Enamul Haque ed. Dhaka: Bangla Academy.

Bangladesh Gazzate, *The Cosumer's Right Protection Act, 2009.*The People's Republic of Bangladesh, Bangladesh.

Campbell, M.C. 1995. "When Attention-Getting Advertising Tactics Elicit Consumer Inferences of Manipulative Intent: The Importance of Balancing Benefits and Investments."*Journal of Consumer Psychology,* 4:3, 225-254. Reff; Ahmad Azrin Adnan, "ISLAMIC CONSUMER BEHAVIOR (ICB): ITS WHY AND WHAT,"*International Journal of Business and Social Science*, 2: 21, 157-165.http://www.ijbssnet.com/journals/Vol-2, No-21, Special Issue:November, 2011, pdf,accessed on 12 December 2020.

Chapra, Umar M. 2011. *Islam O Orthonoitik Challange*. Translated by Muhammad Ayub & Others.Dhaka: BangladeshInstitute of Islamic Thought.

Furqani, Hafas.2017. "Consumption and morality: Principles and behavioral framework in Islamic economics,"*JKAU:Islamic Econ.,Vol. 30, Special Issue,*pp : 89-102 https://www. researchgate.net/publication, accessed on18 January 2021.

Faruki, Samiul Haque. 2013. *Islamer Dristite Sompad Ahoran, Vog Beboher O Bikendrikoron.* Dhaka: Bangladesh Islamic Centre.

Fridman, Milton. 1962. *Capitalism and Freedom.* London: The University of Chicago Press.

Hamid, M.A. 2002. *Islami Orthoniti: Ekty Prathomic Bishlation.* Translation by Habibur Rahman. 2nd ed. Dhaka: Darul Ihsan University.

Hasan, Zubair. 2005. "Treatment of Consumption in Islamic Economics: An Appraisal,"

JKAU: *Islamic Econ.*,Vol. 18, No. 2, pp: 29-46 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3073332, accessed on 26 March 2021.

Ibn Kathīr, Ābu āl-Fhidā Ismā'īl ibn Umar ibn Kathīr.2000.*Tāfseerāl Qurānil āzīm.*Bāirut: Dāru Ibn Hyām.

Islam, Nazrul. 2018. *Islame Vokta Odhiker.* Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Iẏājid,Ābu ābdullāh Muhammad Ibn.ND. *Sunān Ibn Mājāh*. Riyadh: Bāitul Āfkārid dāōliẏāh.

Jisana T. K., 2014. "Consumer Behaviour Models: An Overview," *Sai Om Journal of Commerce & Management, vol. 1, Issue. 5*.https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download, accessed on 20 January 2021.

Khan, Mohammad Akram. 2008. *Mohanobir (sm) Orthonoitik Sikkha*. Translated by Mohammad Musa. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Khan, Muhammad Akram. 2020. "Theory of consumer behavior: An Islamic Perspective," *MPRA paper.*https://mpra.ub.uni-muenchen.de/104208/pdf,accessed on 20 January 2021.

Khan, M. Fahim. 1992."Theory of Consumer Behaviour in Islamic Perspective,"ed., Ausaf Ahmad & K. R. Awan,*Lectures on Islamic Economics, IRTI, Islamic Development Bank*. Jeddah: Saudi Arabia, 175-76.

Karoui, Sedki & Khemakhem, Romdhane. 2019. "The Islamic consumer and The halal Market," *International Journal of Islamic Marketing and Branding, vol. 4, No. 1.* p. 45-58. accessed on 23 January 2021.

Miller,George A. 1967. *Psychology: The Science of Mental Life.* London: Penguin Books Ltd.

Mozammel, Falguni & Zahid, Tarek Imam. 2016. "Consumer Rights Protection and Necessity of Awerness: Bangladesh Perspective," *Bangladesh University of Business & Technology, BUBT Journal,* Vol. viii. p. 184-201. accessed on 15 January 2021.

Muslim, Abū al-Husaīn Muslim ibn Hajjāj. 2000. *Sāhihāl Muslim*.Riẏād: DārusSālām.

Mustafar, Mohd Zaid & Borhan, Joni Tamkin. 2013. "Muslim Consumer Behavior: Emphasis on Ethics from Islamic Perspective"*Middle East Journal of Scientific Research.18 (9),* IDOSI Publications, Malaysia. 1301-1307.https://www.researchgate.net/publication/289779806, accessed on19 January 2021.

Rahman, Muhammad Habibur. 2005. *Islami Orthoniti Nirbachito Probandha.* Rajshahi: The Rajshahi Student's Welfare Foundation.

Rahman, Muhammad Mahbubur. 2018. *Akhlah O Naitikata Islami dristi Vangi*. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Sābik, Sayyid. ND. *Fikhus Sunnāh.* Cairo: Āl Fhāthu lil IlāmilĀrābiẏāh.

Shahid, Sayeed Kutub. 2011. *Tāfsīr Fī JīlālilQurān.20th*volume, 10th ed. Translated by Solaiman Faruki & Akram Faruk. London: Al Quran Academy.

Schiffman, L.G. & L. L. Kanuk. 2004. *Consumer Behavior.* New Jersey: Prentice Hall.

Solomon, Michael R. 2009. "*Consumer Behavior: Buying, Having, and Being,"* 8thedition. New Jersey: Pearson education.

Uddin, Md. Jomir. 2019. "Significance of Islamic Moral Teachings in Developing Family

Values: Responsibilities of Parants. *Islami Ain O Bichar, Vol. 15, Issue. 60, October-December,* p. 107-152.

Uthmani, Taki. 2011. *Islam ebong Adhunik Orthoniti O Baboshayniti.*Translated by Shamsul Alam. Dhaka: Maktabatul Azher.

Wani, Tahir Ahmad. 2013. "Buying Behaviour- An Islamic Perspective: an Analysis of Ideal Muslim

Buying Behaviour," *International Journal of Research in Commerce and Management, Vol.4 (2013), Issue. 10 (October),* p. 152-155.

Yakubul, Aminu and Others. 2019. "Legal and Illegal Earning in Islam: A literature Review," *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), Vol. iii, Issue.viii.*p.1-4.https://www.researchgate.net/publication/338218487_Legal_and_ Illegal_ Earning_in_Islam.accessed on 25 January 2021.

Zarka, Anas. 1992. "A Partial Relationship in a Muslim's Utility Function," ed., S Tahir and A. ghazali, *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspective,* Longman, Malasia. 105-112.